হৃতিকের জন্মদিনে সুজানের উপহার

৪৪ পেরিয়ে ৪৫-এ পা রাখলেন বলিউডের 'গ্রিক গড' হৃতিক রোশন। গতকাল জন্মদিনে তিনি ভেসে গেলেন শুভেচ্ছা বন্যায়। পেয়েছেন অসংখ্য উপহার। তবে তাঁকে সেরা উপহারটি দিয়েছেন সুজান খান। তিনি 'কহো না প্যায়ার হ্যায়'-এর নায়ককে প্রিয় বন্ধু, প্রাণের দোসর বলে বর্ণনা করেছেন। ইনস্টাগ্রামে ছবি সহ সুজান দিয়েছেন একটি পোস্ট। সেখানেই তিনি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন হৃতিককে।

১৩ বছরের বিবাহিত জীবন ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন হৃতিক-সুজান। তবু দুই সন্তানের জন্য বার বার তাঁরা এক হয়েছেন। কখনও গেছেন দলবেঁধে অন্য দেশে বেড়াতে, কখনও গেছেন ডিনারে। কঙ্গনা রানাউয়াত বিতর্কের সময়ও সুজান থেকেছেন হৃতিকের পাশে। ক্যানসারে আক্রান্ত বাবা রাকেশ রোশন। এই সময়ে সুজানের পাশে থাকার বার্তা, আশা করা যায় কিছুটা হলেও আরাম জোগাবে 'কহো না প্যায়ার হ্যায়' নায়কের মনে।

ফারহানের জন্মদিনে বান্ধবী শিবানী

পরশু ছিল ফারহান আখতারের ৪৫তম জন্মদিন। সেই উপলক্ষে বলিউডের বিখ্যাত গায়ক-নায়ক-পরিচালকের দিদি জোয়া আখতারের বাড়িতে রাখা হয়েছিল একটি জমজমাট পার্টি। সেই পার্টিতে হাজির হয়েছিলেন ফারহানের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন। সেই আসরে দেখা যায় ফারহানের নতুন বান্ধবী শিবানী দান্দেকরকে। সাদা পোশাকে দেখা যায় সুন্দরীকে। ফারহান পরেছিলেন ক্যাজুয়েল ড্রেস। শিবানী, ফারহানকে সবার সামনেই শুভেচ্ছা জানান। আসা এবং যাওয়ার সময় তাঁদের দেখে ঝলক দিয়ে ওঠে চিত্র সাংবাদিকদের ক্যামেরা। সম্ভবত মার্চেই চার হাত এক হতে চলেছে ফারহান-শিবানীর।

মা আমাকে চিনতে পারেননি

এবং 'দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার' ছবির জন্য অস্কার দাবি করছেন অনুপম খের। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন নানান বিতর্কে। তিনি সহ ছবির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের নামে এফআইআর পর্যন্ত করা হয়েছে। তবুও ছবি মুক্তির জন্য অপেক্ষা। লিখেছেন **শবরী চক্রবর্তী**

৩৪ বছরের কেরিয়ারে বিভিন্ন চরিত্রে তাঁর অভিনয় এবং তাঁর স্ক্রিন প্রেজেন্স ভারতীয় তো বটেই, আন্তর্জাতিক দর্শকদেরও সম্মান আদায় করেছে। এখন তিনি ব্যস্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বায়োপিক দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার নিয়ে। তিনি সেজেছেন মনমোহন সিং। ছবি তৈরি হয়েছে মনমোহনের প্রচার উপদেষ্টা সঞ্জয় বারু-র লেখা এই একই নামের বই থেকে। ছবি রিলিজের আগে মন প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনীতি নিয়ে খোলাখুলি কথা বললেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার হালের ছবি দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার নিয়ে অনেক বিতর্ক হচ্ছে, আপনার কাছে কী এটা ছবির প্রচার কৌশল মাত্র?

অনুপম ঃ সবার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে তাই কোনো বিষয়ে বিতর্ক হবেই। আমার ভালো লাগছে ছবিটা আমরা শেষ করেছি। ক'জন অভিনেতা এক জীবনে সারাংশ আর দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার-এর মতো ছবি পায়? বিতর্কের ব্যাপারটা প্রযোজক বুঝে নেবেন।

প্রশ্ন ঃ এই চরিত্র কেন পছন্দ হল আপনার? প্রথমে তো নিতে চাননি।

অনুপম ঃ প্রথমে এই চরিত্র আমার ভিতরে থাকা অভিনেতাকে কোনো চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি। মনমোহন সিংয়ের হাঁটা-চলাতে আমাকে মানাচ্ছিলও না। কিন্তু আস্তে আস্তে চরিত্রটা আমার মধ্যে ঢুকে গেল। এই 'সাজ'-এ আমার মা আমাকে চিনতে পারেননি, এই চরিত্রে অভিনয়ে এটাই আমার সবথেকে বড়ো পাওয়া।

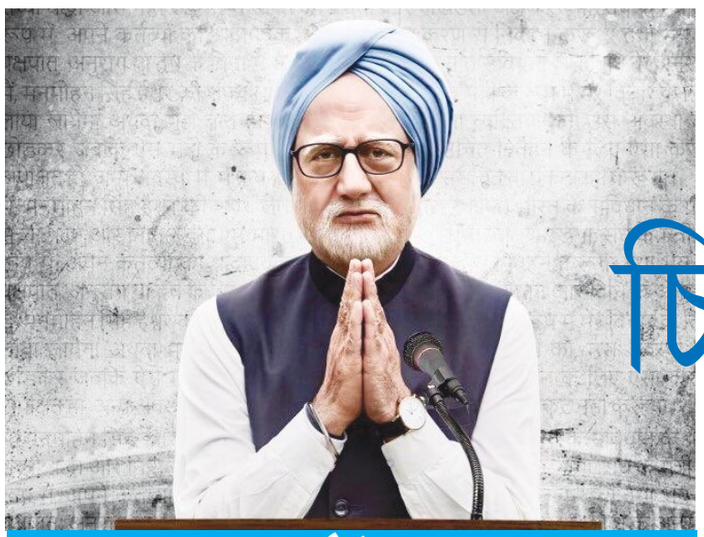

> "আমি ট্রেন্ড অ্যাক্টর, ব্যর্থতাকে ভয় পাই না। আর কাউকে ছোটো না করে বলছি, আমি এই চরিত্রে যেভাবে অভিনয় করেছি, কোনো অভিনেতা করতে পারবেন না। অনুপম খের

প্রশ্ন ঃ ভীষণরকম প্রাসঙ্গিক একজনের বায়োপিকে অভিনয় বেশ ঝুঁকির। ব্যর্থতাও...

অনুপম ঃ (থামিয়ে দিয়ে) আমি ট্রেন্ড অ্যাক্টর, ব্যর্থতাকে ভয় পাই না। আর কাউকে ছোটো না করে বলছি, আমি এই চরিত্রে যেভাবে অভিনয় করেছি, কোনো অভিনেতা করতে পারবেন না!

প্রশ্ন ঃ বায়োপিকে সাধারণত সত্যি ঘটনাকে আড়াল করা হয়। যেমন সঞ্জু। এখানে পরিস্থিতি একদম বিপরীত। আপনি কী বলেন?

অনুপম ঃ সঞ্জু দেখিনি, তাই কিছু বলতে পারব না। এই ছবি ডা. সিংয়ের প্রচার উপদেষ্টা সঞ্জয় বারু-র লেখা বই থেকে হয়েছে। ছবি দেখলে দর্শক অনেক তথ্য পাবেন যা থেকে সঠিক মতামত তৈরি হবে। ট্রেলার দেখে ছবির শেষ সম্বন্ধে ধারণা করে লোককে ভয় দেখানো, খারাপ মন্তব্য করা খুব সহজ! এখানে চরিত্রের নামগুলো আসল। আগে এরকম কখনও হয়নি। ছবি তৈরির ক্ষেত্রে এটা একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ! এই ছবিকে দর্শক পরিবর্তনের হাতিয়ার বা আমাদের সময়ের রেকর্ড হিসেবে বিবেচনা করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ আপনার কি মনে হয়, আমাদের দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতার কি বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা হয়ে থাকে?

অনুপম ঃ কিছুটা তো বটেই। একদল কিছু না বুঝেই মন্তব্য করে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে। কেউ কেউ বিষয়টা দেখে ঠিক করে তারা আদৌ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে না বিপক্ষে! এখন এই সময়ের মধ্যে দিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি নাসিরউদ্দিন শাহ-র সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।

অনুপম ঃ তার মানে ওঁর সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই কিন্তু। ওঁকে আমি আজও শ্রদ্ধা করি। উনি চট করে রেগে যান। আমার উপরও রাগ করেন, বিরাট কোহলির উপরও! নাসিরের যা মনে হয় তা তিনি বলতেই পারেন এবং তা আমি সিরিয়াসলি নিই না! আমি নিজেকেও খুব সিরিয়াসলি নিই না। সেটা খুব হাসির ব্যাপার হয়।

প্রশ্ন ঃ উনি প্রায়ই ভারতীয় অভিনেতাদের অস্কার-এর প্রতি আগ্রহের সমালোচনা করেন। আপনি এই বিষয়ে কী বলবেন?

অনুপম ঃ অভিনেতা হিসাবে পাশ্চাত্যে বা পৃথিবীর অন্য প্রান্তে স্বীকৃতি পেলে খুব ভালো লাগে। আমি রবার্ট ডি নিরো, উডি অ্যালেনের সঙ্গে দেখা করে আনন্দ পেয়েছি আবার সত্যজিৎ রায় বা দিলীপ কুমারের সঙ্গে দেখা করেও সমান আনন্দ পেয়েছি। এই ছবিতে আমার সেরাটা দিয়েছি এবং এর জন্য অস্কার পেতে চাই।

সেনাদের দায়িত্ববোধে আমি বিস্মিত, গর্বিতও

ভিকি কৌশল

'কঠিন চরিত্রে আমি ভালো অভিনয় করি', এমন কথা তিনি বলতে পারেন তাও মাত্র কিছুদিন ইন্ডাস্ট্রিতে পা রেখেই। তাঁর প্রথম চোখে পড়ার মতো পারফরম্যান্স ছিল নীরজ গেওয়ান-এর ২০১৫-র ছবি মাসান। গড়পড়তা হিরো হতে না চাওয়া অভিনেতা ভিকি কৌশল চরিত্র বেছে নেবার ব্যাপারে কোনো ভুল করেননি। পরপর করেছেন সঞ্জু, রাজি, মনমরজিয়া। স্বীকৃতি, সাফল্য, প্রশংসা সবই পেয়েছেন। বেড়েছে আত্মবিশ্বাস। তারই জোরে বেছে নিয়েছেন 'উরি, দ্য সার্জিকাল স্ট্রাইক'-এর মতো ছবি। আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবি এখন টক অফ দ্য টাউন, মুক্তি পাচ্ছে আজ সামনের শুক্রবার। ছবি নিয়ে দু-চার কথা বললেন ভিকি কৌশল।

প্রশ্ন ঃ উরি ছবিটি তৈরি হয়েছে ভারতীয় জওয়ান আর সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে হওয়া সার্জিকাল স্ট্রাইক নিয়ে। ২০১৬-র এই ঘটনা সম্পর্কে আপনি নিজে কতটা জানেন?

ভিকি কৌশল ঃ ঘটনাটা আমি টিভিতে দেখি প্রথম। আমাদের মিলিটারি ক্যাম্প আক্রান্ত। সৈন্যরা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর পর চিন্তাভাবনা শুরু করে পরের অ্যাকশন বিষয়ে। শুরু হয় সার্জিকাল স্ট্রাইক। এ খবর সবাই জানে। আমিও জানি কিন্তু জানি না কীভাবে ঘটনাটা ঘটল। যখন রাজি-র শুটিং চলছে, আমি উরি-র স্ক্রিপ্ট পাই। অসম্ভব এক্সাইটিং একটা স্ক্রিপ্ট। যেভাবে পুরো অপারেশনকে তুলে আনা হয়েছে স্ক্রিপ্টে, যেভাবে পুরো টিমকে তৈরি করা হয়েছে, এককথায় অসাধারণ।

প্রশ্ন ঃ এরকম ছবিতে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা কেমন?

ভিকি ঃ এই ছবি করতে গিয়ে আমি ইউনিফর্মে থাকা মানুষের জীবন সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। আমরা পাতিয়ালার হাতি রেজিমেন্টে শুটিং করছিলাম। একদিন ওরা পার্টি দিল যেটা ভোর ৪টে পর্যন্ত চলে। তারপর আমি একটু ঘুমোবার কথা ভেবেছিলাম। ওখানে ২৫ বছরের এক ক্যাপ্টেন আমাকে তাঁদের শিডিউল সম্বন্ধে জানালেন। ভোর ৫টার মধ্যে সবাই মাঠে যাবেন ২৫ কিমি দৌড়োনোর জন্য! ওঁদের সঙ্গে থেকে পার্টি করার জন্য আমি ক্ষমা চাইলাম। প্রত্যুত্তরে ক্যাপ্টেন বললেন, আমরা প্রতিদিন ভীষণভাবে বাঁচার চেষ্টা করি, কারণ পরদিন আমাদের ছবি কাগজে ছাপা হয়ে যেতে পারে! --এমন মন্তব্যের পর আমি কোনো কথা বলতে পারিনি, রাতে ঘুমোতে পারিনি! পরে বুঝেছিলাম, ওঁরা এমন এক মানসিক স্তরে চলে গিয়েছেন যে, মৃত্যুভয় আর ওঁদের নেই। আমি গর্বিত এঁদের বলিদানকে শ্রদ্ধা জানানোর একটা সুযোগ পেয়েছি বলে। তাছাড়া আমি স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডোর রোল করছি। ওরা অন্যভাবে বাঁচে। আমি বারবার বলেছি উরি হিরো নয়, সুপারহিরোদের ছবি।

প্রশ্ন ঃ উরি-তে আপনি মেজর বিহান শেরগিল। কীভাবে তৈরি করলেন নিজেকে?

ভিকি ঃ পরিচালক আদিত্য ধর বিভিন্ন ব্যুরোক্র্যাটস আর নিরাপত্তা আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা করে চিত্রনাট্য লেখেন। আবার নিরাপত্তার কারণেই সব বিষয় তো পাবলিকের সামনে আনা যায় না। যেসব সেনা সার্জিকাল স্ট্রাইকের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। চরিত্রের নামগুলি কাল্পনিক। মিশনের সঙ্গে যুক্ত আরও কিছু তথ্য ছবিতে উঠে এসেছে, কিন্তু কীভাবে উঠে এসেছে, তা এখুনি বলব না। তবে যা খুশি করে কিন্তু বানানো হয়নি। অরিজিনালিটিকে বজায় রেখেই সব হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলেন সার্জিকাল স্ট্রাইকের বিষয়টি পলিটিকালাইজড। আপনি কী বলেন?

ভিকি ঃ আমি রাজনীতির লোক নই, তাই বলতে পারব না। তবে মানুষ সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনা করে। সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে অনেকে একটু ইমোশনাল হন। বুঝতে হবে এখন সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ শুধু বর্ডারে নয়, মিলিটারি ক্যাম্পেও হতে পারে। আমাদের আর্মি আর সরকারের কাঁধে বিরাট দায়িত্ব। জাতির স্বার্থে তাদের অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মনে রাখতে হবে, সার্জিকাল স্ট্রাইক পাকিস্তানি মিলিটারি বা সেখানকার সাধারণ মানুষের উপর হয়নি। এর কারণ সন্ত্রাসবাদীদের হামলা। এবং এমন স্ট্রাইক আবার হতে পারে। আমাদের সেনাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে। এই স্ট্রাইক তাদের বুস্ট করবে এবং এটাও প্রমাণ করে, তারা হাত গুটিয়ে বসে নেই।

প্রশ্ন ঃ ২০১৮-য় রাজি, মনমরজিয়া আপনাকে কতদূর মাইলেজ দিল?

ভিকি ঃ ২০১৮ আমাকে বদলে দিয়েছে। রাজি বা মনমরজিয়া মাস-এর জন্য বানানো ছবি। তাই আমিও ওদের কাছে পৌঁছেছি। ২০১৭-য় যখন ছবিগুলোর শুটিং করছিলাম, ভাবছিলাম আমার ভাগ্যে কী আছে? এগুলো কি আমাকে কোনো জায়গা দেবে? পরে যা ফিডব্যাক পেলাম বুঝেছি, আমি ঠিকপথে এগোচ্ছি। চরিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে চেনা সীমাগুলোও ভাঙতে পারছি।

প্রশ্ন ঃ এখন কনটেন্ট নির্ভর ছবি মেনস্ট্রিম হিরোরাও করছেন। আপনি এরকম ছবি দিয়ে কেরিয়ার শুরু করেও মাস নির্ভর ছবিতে যাচ্ছেন। এই পার্থক্যগুলো কি ভাঙতে চাইছেন?

> মনে রাখা দরকার, সাফল্য এবং মানুষের ভালোবাসা আমাকে যেমন লাইমলাইটে আনবে তেমনই আমার কাছ থেকে তাঁদের প্রত্যাশাও বাড়বে। এটা ভীষণ চাপের। এখানে অভিনেতাকে ঠিক করতে হবে সে কী ধরনের চাপ নেবে? তবে স্ক্রিপ্টই সব

ভিকি ঃ আমি ছবির দুটো বিভাগের কথা জানি। একটা ভালো ছবি আর একটা বাজে ছবি। কমার্শিয়াল বা নিশ, যাই হোক না কেন, ছবির গল্প যদি ভালো না হয়, চরিত্র যদি কঠিন না হয়, এতে অভিনয়ের কথা ভেবে আমি যদি ভয় না পাই, তাহলে ১০০ কোটি দিয়ে বানানো ছবিরও কোনো জায়গা নেই আমার কাছে। কারণ কঠিন চরিত্রে আমি ভালো অভিনয় করি। কোনো ফর্মুলায় ফিল্ম বানানো যায় না। দর্শক আমাকে আমার আগের কাজের সঙ্গে তুলনা করবেন, অন্য অভিনেতাদের সঙ্গে নয়। আমি মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি, সেই সূত্রে বলতে পারি, সব অভিনেতার মনে রাখা দরকার, সাফল্য এবং মানুষের ভালোবাসা আমাকে যেমন লাইমলাইটে আনবে তেমনই আমার কাছ থেকে তাঁদের প্রত্যাশাও বাড়বে। এখানে অভিনেতাকে ঠিক করতে হবে, সে কী ধরনের চাপ নেবে! আমি যেমন নিতে চাই। সবাই জানে ছবিতে স্ক্রিপ্টই সব। এটি ঠিক থাকলে নন অ্যাক্টরদের দেখার জন্যও দর্শক হলের দিকে দৌড়োবে।

সাফল্যের চুড়োয় পৌঁছেও ভিকির মাথা ঘুরে যায়নি। বরং আগামীদিনের জন্য নিজেকে আরও শান দিচ্ছেন।

নজরে পাঁচ

1 এ বছরই দাবাং ৩
এ বছরই শুরু হচ্ছে দাবাং ৩-এর শুটিং। এবারও সেই সলমন খান-সোনাক্ষী সিনহা জুটি। সলমন নিজে কিছু না জানালেও আরবাজ খান দিয়েছেন এ খবর।

2 চটলেন অর্জুন
বাইরে ছবি তুলতে চান, যত খুশি তুলুন। বাড়ির সামনে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকবেন না। মালাইকা অরোরার বাড়ির সামনে পাপারাৎজিদের ক্যামেরা দেখেই বেজায় চটে গেলেন অর্জুন কাপুর।

3 অমিতাভ-ঐশ্বর্য আবার
এগারো বছর পর আবার অমিতাভ-ঐশ্বর্য। তাঁদের একসঙ্গে শেষ দেখা গিয়েছিল সরকার রাজ-এ। এবার মণিরত্নমের একটি প্রোজেক্টে তাঁদের থাকার কথা চূড়ান্ত হল।

4 নায়ক নেই, আত্মহত্যা
কেজিএফ-খ্যাত তারকা যশের জন্মদিনে তাঁর দেখা না পেয়ে নায়কের বাড়ির সামনেই গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করলেন তাঁর এক ভক্ত। ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ যশ।

5 বায়োপিকে মালালা
সারা বিশ্বের নির্বাচিত ৪৫০ অতিথির সামনে ইউনাইটেড নেশনস-এ দেখানো হবে মালালা ইউসুফজাইয়ের বায়োপিক গুল মাকাই। ২৫ জানুয়ারি সেখানে মালালা থাকছেন তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে।

নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বলিউড ব্রিগেড

করণ জোহরের নেতৃত্বে বলিউডের ইয়াং গ্রুপ দেখা করল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে। মোদি মাঝখানে এবং তাঁকে ঘিরে সবাই--এই পোজে একটি ইনটারেস্টিং সেলফি তুলেছেন এবং পোস্ট করেছেন করণ। জিএসটি কমিয়ে মুভি টিকিটের দাম কমিয়ে দেবার জন্যও তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। করণ ছাড়াও ছিলেন রাজকুমার রাও, বরুন ধাওয়ান, রোহিত শেট্টি, রণবীর সিং, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, ভিকি কৌশল, আয়ুষ্মান খুরানা প্রমুখ।

টিম তারাদের কথা মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, অংশুমান চক্রবর্তী, সায়ন্তী মণ্ডল, রমাপদ পাহাড়ি ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha